০৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JAN 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

রাজশাহী ভার্সিটিতে ব্যাপক সন্ত্রাস ভাঙচুরঃ আহত ৫

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী, ২৯ জানুয়ারী।– মঙ্গলবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট চলাকালীন ব্যাপক সন্ত্রাস এবং ভাংচুর হয়েছে। সন্ত্রাসকারীরা প্রাণীবিজ্ঞান সমিতির জাতীয় সম্মেলন, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা পণ্ড করে দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তন, ষ্টেডিয়াম, ব্যাংক, পোষ্ট অফিস, প্রেসক্লাব, শিক্ষকদের চেম্বার ও বিআরটিসি বাস ভাংচুর করে। এই ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচ জন আহত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে নিহত ৪ জন ছাত্রশিবির নেতা–কর্মী হত্যার অভিযোগে ৬০ জন ছাত্রনেতা কর্মীর নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য আজ এই ছাত্রধর্মঘট ডেকেছিল।

ক্যাম্পাসে বর্তমানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। উত্তেজনা বিরাজকরছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ছাত্রনেতাদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবীতে আজকের ধর্মঘটের ডাক দেয়। সকালে ছাত্রঐক্যের কিছু সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর বাজারে ঢাকাগামী বিআরটিসি বাসে হামলা চালায় এবং সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে এই সংগঠনের কিছু কর্মী বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেডিয়াম পোষ্ট অফিসে ব্যাপক ভাংচুর করে বলে প্রত্যক্ষ

(৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী

(প্রথম পৃঃ পর)

দর্শীরা জানান।

এর পরপরই কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠানরত জাতীয় প্রাণী বিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি মিছিল ঢুকে পড়ে এবং তারা অনুষ্ঠান পণ্ড করার চেষ্টা চালায় কিন্তু উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে থাকলে তারা আরো শক্তিশালী হয়ে অডিটরিয়ামে ব্যাপক ভাংচুর চালায় এবং অনুষ্ঠান পন্ড করে দেয়। অনুষ্ঠানে তখন ভিসি প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদসহ দেশী–বিদেশী দেড় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। হাঙ্গামার সময় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর আমিনুল হক প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। প্রায় একই সময়ে এ সংগঠনের ২০/২৫ জন সমর্থক অডিটরিয়াম সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবে হামলা চালায় এবং দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেলে ও জিনিস-পত্রের ক্ষতি সাধন করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ক্যাম্পাসে অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংকেও হামলা চালানো হয়। ঘটনার পর পরই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা–অ) এবং ইসলামী ছাত্র শিবির সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে। এবং সন্ত্রাসকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবী জানায়।

ছাত্রদল মিছিল করে ভিসির বাসভবনে গিয়ে অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে দোষীদের ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কারের দাবী জানায়। ভাইসচ্যান্সেলর তাৎক্ষণিকভাবে সন্ত্রাসের নিন্দা জানান। তিনি সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

হারুন অর রশিদের সভাপতিত্বে ছাত্রদল সন্ধ্যায় মেয়েদের হলের সামনে এবং ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সামনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

অপরদিকে সুব্রত মজুমদারের সভাপতিত্বে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য স্টেডিয়াম চত্বরে ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রসভার আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের এক জরুরী সভায় প্রেসক্লাবে হামলার নিন্দা করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী সিটি প্রেসক্লাব, সংবাদপত্র পাঠক ফোরাম পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সন্ত্রাসী ঘটনার এবং প্রেসক্লাবে হামলার নিন্দা করেছে এবং সন্ত্রাসীদের বিচার দাবী করেছে।